জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – নভেম্বর ২০০৭/০২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য জাতিসংঘের ৪৮ লক্ষ ডলার বরাদ্দ
* বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের হেলিকপ্টার থেকে ত্রাণ দিচ্ছে ডবি-উএফপি
* জাতীয় স্বার্থে কাজ করতে লেবাননের নেতাদের প্রতি মহাসচিবের আহ্বান
* বাংলাদেশের ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় ত্রাণ পাঠিয়েছে জাতিসংঘ খাদ্য সংস্থা
* মৃত্যুদন্ড নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবে সাধারণ পরিষদের কমিটির সমর্থন

বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য জাতিসংঘের ৪৮ লক্ষ ডলার বরাদ্দ

২০ নভেম্বর– বাংলাদেশে গত সপ্তাহে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সহায়তা হিসেবে জাতিসংঘ এর কেন্দ্রীয় জরুরি ত্রাণ তহবিল (সিইআরএফ) থেকে ৪৮ লাখ মার্কিন ডলার বরাদ্দ দিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশটির ৩০ লাখের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ত্রাণ তৎপরতা চালানোর ক্ষেত্রে যাতে দ্রুততার সঙ্গে অর্থ পাওয়া যায় সেজন্য এ বরাদ্দ দেওয়া হয়। এর ফলে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডবি-উএফপি), জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ), খাদ্য ও কৃষি সংস্থাসহ (ফাও) জাতিসংঘের বেশ কিছু সংস্থা তাৎক্ষণিকভাবে দুর্গতদের খাদ্য, আশ্রয়, পানি ও পয়নিষ্কাশন এবং কৃষির ক্ষেত্রে জরুরি ত্রাণ সহায়তা দিতে পারবে।

জাতিসংঘের জরুরি ত্রাণ সমন্বয়ক জন হোমস বলেন, 'সিইআরএফের প্রথম এই বরাদ্দ জীবনরক্ষাকারী বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি চাহিদা পূরণ করবে বলে আমি মনে করি। তবে আমি ভালো করেই জানি যে এজন্য জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থার কাছ থেকে আরও বেশি এবং উলে-খযোগ্য সময় পর্যন্ত সাহায্য প্রয়োজন। এটি দরকার এ কারণে যে ঘূর্ণিঝড়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

সরকারি পরিসংখ্যানের কথা উলে-খ করে জাতিসংঘের মানবিক বিষয়াবলি সংক্রান্ত সমন্বয় কার্যালয় (ওসিএইচএ) জানায়, ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে দুই হাজার চার শ'র বেশি মানুষ মারা গেছে এবং দেড় হাজারের মতো নিখোঁজ আছে। ১৬ নভেম্বর সংঘটিত ওই ঘূর্ণিঝড়টি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বড় ধরনের তিনটি দুর্যোগের মধ্যে দ্বিতীয় শক্তিশালী। এছাড়া ওই ঘূর্ণিঝড়ে দুই লাখ ৭৩ হাজার ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত এবং সাত লাখ ৬০ হাজার একরের ফসল বিনষ্ট হয়।

জাতিসংঘ সংস্থাগুলো বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত সাড়ে আট লাখ মানুষের মধ্যে উচ্চপুষ্টিসম্পন্ন ২০৪ টন বিস্কুট বিতরণ করছে। এ ছাড়া ১৮ হাজার পরিবারকে ঘরবাড়ির উপকরণ এবং ৪৮ হাজার পরিবারকে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট দেওয়া হচ্ছে। জাতিসংঘের একটি দল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও দরকারি সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণে কাজ করছে।

ডবি-উএফপি গতকাল জানায়, দুর্গত এলাকায় হেলিকপ্টার থেকে লাখো মানুষকে ত্রাণ সহায়তা দিতে সংস্থাটি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে। সংস্থাটি আজ জানায়, ক্ষতিগ্রস্ত সব এলাকায় এখন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত কেউ কেউ তাদের ঘরে ফিরতে শুরু করেছে।

এদিকে ইউনিসেফ জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ে রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তারা বলছে, প্রায় ৮০০ সরকারি স্কুল পুরোপু-রি এবং চার হাজারের বেশি আংশিক বিধ্বস্ত হয়েছে। ইউনিসেফ বেশ কিছু বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একযোগে কাজ করছে। বর্তমানে তারা পুষ্টি, পানি ও পয়নিষ্কাশন, খাদ্যসামগ্রী বাদে অন্যান্য উপকরণ ও শিশুদের সুরক্ষা বিষয়ক কর্মসূচির জন্য ২.৩ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ চেয়েছে।

বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের হেলিকপ্টার থেকে ত্রাণ দিচ্ছে ডবি-উএফপি

১৯ নভেম্বর- জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচি (ডবি-উএফপি) আজ বলেছে, বাংলাদেশে গত সপ্তাহে আঘাত হানা ঘুর্ণিঝড়ের পর দুর্গত লাখো মানুষকে জরুরি খাদ্য সহায়তা দিতে দেশটির বিমান বাহিনীর সঙ্গে একযোগে কাজ করছে।

বৃহস্পতিবার আঘাত হানা ঘুর্ণিঝড় সিডরে অন্তত দুই হাজার ৪০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এ ছাড়া হাজার হাজার ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে, বিপুল পরিমাণ জমির ফসল ধ্বংস হয়েছে এবং লাখ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে, যাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য ত্রাণের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

ডবি-উএফপি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর পাশাপাশি সংস্থাটি উচ্চপুষ্টিসম্পন্ন বিস্কুট বিতরণে হেলিকপ্টার ব্যবহার শুরু করেছে। মানুষ যখন রান্না করা খাবার না পায় তখন এ বিস্কুটগুলো তাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে। ডবি-উএফপি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় স্থল, জল ও আকাশ পথে সাড়ে ছয় লাখের বেশি মানুষের মধ্যে এ বিস্কুট বিতরণ করেছে।

ডবি-উএফপির নির্বাহী পরিচালক জোসেট সিরান বলেন, 'বাংলাদেশে ঘুর্ণিঝড় আঘাত হানার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ডবি-উএফপি খাবার বিতরণ করতে পেরেছে। কেননা প্রথমবার ঝড়ের সতর্কবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আগেভাগেই খাদ্য মজুদ করেছিলাম।'

আগামী কয়েকদিনে দুই হাজার টন বিস্কুট বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে ডবি-উএফপির। দেশের দরিদ্র হাজার হাজার মানুষকে ১৫ দিন ধরে খাওয়ানো যাবে এসব বিস্কুট দিয়ে। এ ছাড়াও বাড়িঘরে ও নিজ গ্রামে ফিরে আসতে শুরু করা দুর্গতদের মধ্যে চাল বিতরণ শুরু করতে যাচ্ছে সংস্থাটি।

এদিকে ডবি-উএফপি থেকে জাতিসংঘের ১২ সদস্যের একটি মুল্যায়ন দল, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসুচি (ইউএনডিপি), জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) ও বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (হু) ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও দুর্গতদের চাহিদা নিরূপণের লক্ষ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলো পরিদর্শন করছে।

মহাসচিব বান কি-মুনসহ জাতিসংঘের বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা ভয়াবহ এ দুর্যোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মহাসচিব গতকাল ঘুর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে প্রাণহানি ও ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

বান কি-মুনের উদ্বেগের কথা উলে-খ করে সাধারণ পরিষদের সভাপতি সারজন কেরিম আজ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক এ দুর্যোগের ঘটনায় দেশটির জনগণ ও সরকারের প্রতি ১৯২ সদস্যের পরিষদের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা জানান। কেরিম বলেন, ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের সংহতি প্রকাশ ও উদারতার পরিচয় দেবে বলে তিনি আশা করছেন।

জাতিসংঘ ঘোষণা করেছে যে, সংস্থাটি এর কেন্দ্রীয় জরুরি ত্রাণ তহবিল (সিইআরএফ) থেকে বেশ কয়েক লাখ ডলার অর্থ বরাদ্দ দেবে। ঘুর্ণিঝড়ের পর ত্রাণ তৎপরতা জোরদার করতে ওই তহবিল গঠন করা হয়।

জাতীয় স্বার্থে কাজ করতে লেবাননের নেতাদের প্রতি মহাসচিবের আহ্বান

১৬ নভেম্বর- লেবাননে সাংবিধানিক সময়সীমার আগেই চলতি মাসের শেষদিকে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ায় সেখানকার নেতাদের অবশ্যই জাতীয় স্বার্থকে তাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থের উর্ধ্বে রাখতে হবে। দুই দিনের লেবানন সফর শেষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন আজ এ কথা বলেন।

বান কি-মুন বৈরুতে সাংবাদিকদের বলেন, পুরো বিশ্ব লেবাননকে পর্যবেক্ষণ করছে। তিনি বলেন, পার্লামেন্ট একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে-এটাই গুরুত্বপুর্ণ।

আগামী ২৪ নভেম্বর এ নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। এ ব্যাপারে মহাসচিব বলেন, নির্বাচন অবশ্যই নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হতে হবে। এটি হতে হবে সংবিধান অনুযায়ী যাতে কোনো ধরনের বিদেশি হস্তক্ষেপ থাকবে না।

আজ আরও আগের দিকে মহাসচিব ম্যারোনাইট চার্চ নেতার বাসায় প্যাট্রিয়ার্ক নাসরাল-হ বুট্রোস স্ফিয়ারের সঙ্গে বৈঠক করেন।

জাতিসংঘের মুখপাত্র মাইকেল মন্টাস বলেন, তারা লেবাননের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং রাজনৈতিক সংকট নিরসনে প্যাট্রিয়ার্কের পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বানকে বান কি-মুন সমর্থন জানিয়েছেন।

বান কি-মুন লেবাননে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তী বাহিনীর (ইউনিফিল) কমান্ডার মেজর জেনারেল ক্লাউডিও গ্রাজিয়ানোর সঙ্গেও বৈঠক করেছেন। দেশটিতে এ মিশন স্থায়ীভাবে থেকে যাবে-সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় এমন আশঙ্কা প্রকাশ করায় তারা এ নিয়ে আলোচনা করেন।

মহাসচিব গুরুত্ব দিয়ে বলেন, যতটা সময় দরকার হবে ইউনিফিল ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত লেবাননে অবস্থান করবে। এ মিশন ও এর প্রতিশ্রুতির প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পুর্ণ সমর্থন রয়েছে।

এছাড়াও বান কি-মুন ১৪ মার্চের তথাকথিত ওয়ালিদ জুমব-াট জোটের প্রতিনিধিসহ লেবাননের অপর নেতাদের সঙ্গেও আলোচনা করেন। ওই প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট অ্যামাইন জেমায়েল, সুলায়মান ফ্রানজিহ, সমির জিয়াজিয়া ও মোহাম্মদ ফেইশ।

সম্প্রতি আর্জেন্টিনা, চিলি, ব্রাজিল, অ্যান্টার্কটিকা, স্পেন ও তিউনিসিয়া সফর শেষে মহাসচিব লেবাননে আসেন। আগামীকাল অনুষ্ঠেয় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকারের প্যানেলের (আইপিসিসি) চতুর্থ ও চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি আবার স্পেন ফিরে আসছেন।

বাংলাদেশের ঘুর্ণিদুর্গত এলাকায় ত্রাণ পাঠিয়েছে জাতিসংঘ খাদ্য সংস্থা

১৬ নভেম্বর- বাংলাদেশে ঘুর্ণিঝড় সিডরের আঘাতের পর জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচি (ডবি-উএফপি) আজ পর্যাপ্ত পরিমাণ উচ্চ পুষ্টিসম্পন্ন বিস্কুট বিতরণের ঘোষণা দিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আগামী তিনদিন ধরে চার লাখ মানুষকে এ বিস্কুট দেওয়া হবে। রান্না করা যখন সম্ভব নয় তখন এই বিস্কুট পুষ্টি চাহিদা পুরণে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখে।

ডবি-উএফপির বাংলাদেশ প্রতিনিধি ডগলাস ব্রোডেরিক বলেন, 'ক্ষয়ক্ষতি সবচেয়ে বেশি হয়েছে এমন মানুষদের হাতে খাবার পৌঁছে দিতে আমাদেরকে যতটা দ্রুত সম্ভব পদক্ষেপ নিতে হবে।' তিনি বলেন, 'খাওয়ার জন্য বা রান্নার জন্য যখন পরিস্কার পানির অভাব থাকে তখন এ বিস্কুট গুরুত্বপুর্ণ পুষ্টি উপকরণ হিসেবে বিবেচিত।'

মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক তথ্যের কথা উলে-খ করে ডবি-উএফপি জানায়, ঘুর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে শত শত লোক মারা গেছে, হাজার হাজার ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে এবং হাজার হাজার লোক অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

ঘুর্ণিঝড় আঘাত হানার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সংস্থাটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিস্কুট বিতরণ শুরু করেছে। ডবি-উএফপি এ উদ্যোগকে তাদের সহায়তার প্রথম পর্ব বলে উলে-খ করে।

সংস্থাটি বলছে, বাংলাদেশের দুর্যোগ ও মানবিক সংকট মোকাবিলায় তারা দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সক্ষম। কেননা বর্তমানে সেখানকার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও অপুষ্টির শিকার ৫০ লাখ লোককে সাহায্যের জন্য সংস্থাটির কার্যক্রম চলছে।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ জরুরি ত্রাণ সমন্বয়ক জন হোমস বলেন, জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় জরুরি ত্রাণ তহবিল (সিইআরএফ) থেকে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে কয়েক লাখ ডলার সাহায্য দেবে। জরুরি ত্রাণ তৎপরতার জন্য ওই তহবিল গঠন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ সরকার আমাদের যা করতে বলবে তার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই আমরা করতে পারব।'

তিনি বলেন, জাতিসংঘ সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্গতদের চাহিদা মুল্যায়ন করবে। অন্যদিকে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাতিসংঘের মানবতা বিষয়ক সমন্বয় কার্যালয় ঘুর্ণিঝড় মোকাবিলায় একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে। এর একটি প্রতিনিধিদল কাজ ঢাকা পৌঁছাবে।

তিনি বলেন, ৫ মিটারের বেশি উচু জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় তিনটি শহর প্রায় পুরোপুরি তলিয়ে যায়। এসব শহরে প্রায় সাত লাখ লোকের বাস। সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির জেলাগুলোতে ২০ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে, চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩০ হাজার পরিবার। তিনি বলেন, আরও তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

তিনি বলেন, 'স্পষ্টতই এটি ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য চরম অভিজ্ঞতা, তাদের অনেকের জন্য এটি খুবই দুঃখজনক। যদিও এসব এলাকার লোকজন ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে পরিচিত। আমরা জানি না মৃতের সংখ্যা ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। তবে মানুষের জীবনযাত্রা, ঘরবাড়ি, ফসলের ক্ষয়ক্ষতি চরম আকার ধারণ করবে।'

তিনি বলেন, আগেভাগেই ঘূর্ণিঝড় আসার খবর জানা গিয়েছিল এবং ৩২ লাখ লোককে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়া হয়। 'এই প্রস্তুতির কারণে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার পর অনেকের জীবন রক্ষা পায়।'

তিনি বলেন, এসব কারণে মৃত্যুর হার অনেক কম হয়। এক্ষেত্রে তিনি ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে তিন থেকে চার লাখ এবং ১৯৯১ সালে এক লাখ ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার লোক মারা যাওয়ার কথা উলে-খ করেন।

তিনি বলেন, 'আমরা জানি না এ ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ঠিক কত হবে। তবে এটি ওই দুটি ঘটনার মতো ভয়াবহ নয়। যদিও আবহাওয়ার বিচারে এটিও একই ধরনের শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়।'

মৃত্যুদন্ড নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবে সাধারণ পরিষদের কমিটির সমর্থন

১৫ নভেম্বর– জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের একটি কমিটি আজ মৃত্যুদন্ডের বিধান পুরোপুরি তুলে দেওয়া সংক্রান্ত মানবাধিকার বিষয়ক একটি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে।

পরিষদের তৃতীয় এ কমিটিটি মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে। প্রস্তাবের পক্ষে ৯১টি ও বিপক্ষে ৫২টি ভোট পড়ে। ৩৩ সদস্য ভোটাভুটিতে অংশ নেননি। প্রস্তাবে বলা হয়, মৃত্যুদন্ড মানুষকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখে এমন কোনো চূড়ান্ত প্রমাণ নেই। তাই মৃত্যুদন্ড কার্যকরে ন্যায় বিচার না হলে তা হবে অপরিবর্তনীয় এবং অপুরণীয়।

প্রস্তাবটিতে ভোটাভুটির জন্য আগামী মাসে ১৯২ সদস্যের পুর্ণাঙ্গ পরিষদে উত্থাপন করা হবে।

প্রস্তাবে 'অনেক দেশ মৃত্যুদন্ড রোধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় অভিনন্দন জানানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ডের অপব্যবহার হওয়ায় এসব দেশ এ সিদ্ধান্ত নেয়।' একই সঙ্গে বেশ কিছু দেশে এখনো মৃত্যুদন্ডের বিধান থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

প্রস্তাবে বিভিন্ন দেশকে কোনো অপরাধীর মৃত্যুদন্ড কার্যকরের ক্ষেত্রে ন্যূনতম আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়। তা ছাড়া এ গুরুদন্ডের ব্যবহার সম্পর্কে জাতিসংঘ মহাসচিবকে অবহিত করতে বলা হয়।

এ ছাড়াও প্রস্তাবে বিভিন্ন দেশকে মৃত্যুদন্ড নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয়। যেসব অপরাধে এ দন্ড দেওয়া হয় তার সংখ্যা কমানো এবং যেসব দেশ এটি বন্ধ করেছে তারা যেন আর এটি চালু না করে তার আহ্বান জানানো হয়।

তৃতীয় কমিটি এ প্রস্তাবটিতে ভোট দেওয়ার দুই দিন আগে এর কিছু অংশ সংশোধনের জন্য ডজনখানেক বেশি প্রস্তাব আসে। কিন্তু কমিটির সদস্যরা তা প্রত্যাখ্যান করেন।

তৃতীয় কমিটি আজ ভোটাভুটি ছাড়াই সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাস করেছে। এতে সহিংসতা ও এ সংক্রান্ত পরিস্থিতিতে ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন হয়রানি হ্রাসের আহ্বান জানানো হয়।

প্রস্তাবে নারী ও মেয়েদের জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার থেকে রক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ, এসব অপরাধের হোতাদের শাস্তি মওকুফ না করা, সহিংসতার শিকার নারীর চিকিৎসাসহ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, মানবাধিকার বিষয়ক শিক্ষা দান ও জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালানো এবং নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য হ্রাস চুক্তি ও এর বিকল্প প্রটোকলসহ মানবাধিকার বিষয়ক সব চুক্তি মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়।

** ** **